

# ক্রনোর সমকালীন আরো যাদের হত্যা করা হয়েছিল নুরুজ্জামান মানিক

১

মধ্যযুগের ইউরোপে সম্রাট ট্রাজান (খ্রি ৯৮-১১৭) এর সময় নীতি নির্ধারণ করা হয়, খ্রিস্টান হওয়া একটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। অবশ্য খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকলেও তৃতীয় শতকে এ ধর্মকে বেশ খোলাখোলিভাবেই সহ্য করা হতো। কিছু কিছু সংখিষ্ঠ দমনমূলক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল বৈকি আর একবার বড়ো ধরনের নির্যাতন শুরু করেন ২৫০ সালে সম্রাট ডেসিয়াস (২৪৯-৫১খ্রি) এবং সম্রাট ভালেরিয়ান (২৫৩-২৬০ খ্রি) তা' চালিয়ে যান। দুটি সহনশীলতার ফরমান (৩১৩ ও ৩১৩ খ্রি) নির্যাতনের অবকাশ ঘটায়। ধর্মীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে এই দলিল দুটির গুরুত্ব আছে। এর মধ্যে একটি ছিল সম্রাট কনস্তানতিন (খ্রি ৩০৬-৩৩৭) যা ইডিকট অব মিলান নামে পরিচিত। এই ফরমান জারির প্রায় দশ বছর পরে কনস্তানতিন দ্য গ্রেট স্বয়ং খ্রিস্টধর্ম গ্রহন করেন। যে খ্রিস্টধর্মীরা এতদিন সহনশীলতা দাবি করছিলেন এই যুক্তিতে যে, ধর্মবিশ্বাস ঐচ্ছিক সেই তারাই রাস্টীয় ক্ষমতার সমর্থনে সহনশীলতার মত পরিত্যাগ করল আর প্রচার করল 'খ্রিস্টীয় মতবাদে যারা বিশ্বাস করে না তারা অনন্তকালের জন্য নরকে যাবে'। আর কায়সী রাজনৈতিক স্বার্থজনিত কারণে শাসকশ্রেণী 'একমাত্র সত্য' হিসেবে খ্রিস্টীয় মতবাদ জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া আর ভুলের বিস্তার রোধ করা কর্তব্য হিসেবে গ্রহন করে (এই নীতি সর্বকালে সর্ব দেশে সব শাসক শ্রেণীর জন্য নিদারুন ভাবে সমকালীন সত্য)। কনস্তানতিন দ্য গ্রেট ও তার উত্তারিধাকারদের আমলে একের পর এক ফরমান জারি হতে থাকে। পেগ্যান মতবাদ চুরান্তভাবে বিধবস্ত হয় চতুর্থ শতকে সম্রাট থিওডোসিয়াস (৩৭৯-৯৫) এর কঠোর আইন বলে। স্পেনে ধর্মদ্রোহী প্রিসিলিয়ান (৩৪০-৮৫) এর মৃত্যুদণ্ড থেকে ধর্মদ্রোহিতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া শুরু হয়। নেতৃস্থানীয় খ্রিস্টান যাজক সন্ত আগাস্টিন (মৃ ৪১০ খ্রি.) ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পীড়নের নীতি প্রণয়ন করেন এবং একে ধর্মগ্রন্থের শক্তভিত্তির উপর স্থাপন করেন। শাসক শ্রেণীর উপর গির্জার প্রভাব সবচেয়ে মারাত্মক রূপলাভ করে দ্বাদশ শতকে। আলবেজোয়াতে

তথাকথিত ক্রুসেডের নামে পুরুষ, নারী ও শিশুদের পাইকারিভাবে আগুনে পুড়িয়ে ও ফাসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়। তাতেও তারা সন্তুষ্ট হলেন না। বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের খুঁজে বের করার জন্য ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগোরি ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচারসভা নামে এক সংঘটিত ব্যবস্থা চালু করেন যা পূর্ণতা পায় চতুর্থ ইনোসেন্ট এর এক অধ্যাদেশ বলে ১২৫২সালে।

## ২

জিঅরদানো ক্রনো কে ভিন্নমত পোষণের দায়ে রোমে দভাজ্জা দেবার পর "কাম্পো দ্য ফিওরি" নামক দহনস্থলীতে পুড়িয়ে মারা হয় ১৬০০ সালে। এটা আমরা কমবেশী সবাই জানি। তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন বিধায় তাকে নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও লেখার কমতি নেই। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের একটি লেখা এই বইয়েও সন্নিবেশিত হয়েছে।

কিন্তু ক্রনোই ধর্মীয় নির্যাতনের প্রথম এবং শেষ উদাহরণ নয়; ক্রনোর ঐ যুগে ইউরোপে এরকম অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, যাদের সবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়না। যতদূর জানা যায়, ১৬১৯ সালে **তুলুজে লুচিলিও ভানিনি** নাস্তিক হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হন; তার জিহ্বা ছুড়ে ফেলা হয় এবং তাকে পুড়িয়ে মারা হয়। প্রথম এলিজাবেথ ও জেমস (রাজ ১৬০৩-১৬২৫) এর শাসনকালে ইংল্যান্ড রোমান ইনকুইজিশনের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না কিন্তু যাদের বলি দেয়া হয়েছিল তারা অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন বলে ঐ দেশের ধর্মীয় উন্মাদনার কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য **কবি মার্লো** (১৫৬৪-১৫৯৩) যদি শূড়িখানায় নোংরা কলহে নিহত না হতেন তবে ইংল্যান্ড তাকে পুড়িয়ে মেরে ইতালির মত গৌরব (!) লাভ করতে পারত, কারণ মার্লোর খ্যাতি ক্রনোর চেয়ে কম ছিল না। উল্লেখ্য, তিনি নাস্তিকতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু বিচার চলাকালেই তিনি নিহত হন। নাট্যকার টমাস কিড (১৫৫৮-১৫৯৪) কেও নিদারুণ শাস্তি দেয়া হয়েছিল। **স্যার ওয়াল্টার র্য়ালে** (১৫৫৪-১৬১৮) এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল কিন্তু তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি বলে রেহাই

পান । অন্যরা এত সৌভাগ্যবান ছিলেন না । এলিজাবেথের রাজত্বকালে নরউইচে ফ্রান্সিস কেট (যিনি কেমব্রিজে করপাস ক্রিস্টির ফেলো ) সহ তিন/চার জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ।

প্রথম জেমস এর আদেশে বার্থোলোমিউ লিগেট (১৫৭৫-১৬১১) কে কিছুদিন কারারুদ্ধ রেখে তারপর স্মিথফিল্ডে পুড়িয়ে মারা হয় । মাত্র এক মাস পরে ওয়াইটম্যানকে কভেন্ট্রির বিশপ লিচফিল্ডে পুড়িয়ে মারা হয় । স্যার ওয়াল্টার র্য়ালে কে পুনরায় গ্রেফতার করে শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে হত্যা করা হয় ১৬১৮ সালের ২৯ শে অক্টোবর । রায়েলের মৃত্যুর পর, তারা মাথাকে মমি করে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেয়া হয় । কিছু কিছু সুত্র থেকে জানা যায়, শিরচ্ছেদ করার পূর্বে তাকে শেষবারের মতো ধূমপান করতে দেয়া হয়েছিলো.....মৃত্যুর আগে বন্দীকে শেষবারের মতো ধূমপান করতে দেয়ার রেওয়াজনুসারে তাকেও ধূমপান করতে দেয়া হয়েছিল ।

*মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কতপ্রাণ হল বলিদান*

*লেখা আছে অশ্রু জলে ... ।*

**Ref:** - J B Buri, A History of Freedom of Thought, 1914.

- Biography of Sir Walter Raleigh at Britannia.com

-Sir Walter Raleigh at the Fort Raleigh website

**কৃতজ্ঞতা :** তানবীরা তালুকদার ও মাহবুব লীলেন